ভোরের কাগজ
তারিখ ... 25 NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ব্যাপ্টিস্ট সংঘ অন্ধ বালিকা বিদ্যালয় এবং...

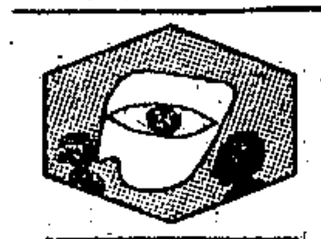

রুমানা রওশন

জীবন যেমন

ব্যাপ্টিস্ট সংঘ অন্ধ বালিকা বিদ্যালয়। বাংলাদেশের দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী মেয়েদের জীবনে নিরাপত্তা আর প্রত্যাশার আলো জ্বালাবার একটি প্রদীপ। লুই ব্রেইলের জন্মদিন, ৪ জানুয়ারি ১৯৭৭-এ স্থাপিত হয় এর প্রথম ভিত্তি। লুই ব্রেইলের উদ্ভাবিত ব্রেইল পদ্ধতিতে আজ বিশ্বজুড়ে অন্ধ প্রতিবন্ধীরা শিক্ষা গ্রহণ করছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতোই।

কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থাটা অন্যরকম। এখানে শতকরা ৯৫% অন্ধ মেয়ে স্কুলে যেতে পারে না। অন্ধ মহিলাদের প্রায় ৮০% ভাগ মেয়েরই মেধার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ ঘটে না জীবনে। আর এ অবস্থার অবসান ঘটানোর লক্ষ্যেই 'ব্যাপ্টিস্ট সংঘ অন্ধ বালিকা বিদ্যালয়'-এর গোড়াপত্তন। ১৯৭৭ সালের ২ এপ্রিল মাত্র পাঁচজন অন্ধ ছাত্রী নিয়ে শুরু হয়েছিল এর পথচলা। এরপর পশ্চিম জার্মানির খৃস্টফেল ব্লাইন্ডেন মিশনের সহযোগিতা এবং সরকারি সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় গতিশীল হয়ে উঠে এ প্রয়াস। এখানে এখন শিক্ষার্থী ১০১ জন।

শিশুর বয়স ছয় বছর হওয়া মাত্রই এখানে ভর্তি করে নেওয়া হয়। এরপর ১৮ বছর পর্যন্ত আর কোনো ভাবনা নেই গার্জেনদের। স্কুলই তার দেখাশোনা করে। শিশু শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে সার্বিক তত্ত্বাবধান করে এই স্কুল। কেজি থেকে ক্লাশ টেন পর্যন্ত ব্রেইল পদ্ধতিতে চলে সাধারণ শিক্ষা। বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের সমস্ত বইই তাদেরকে পড়ানো হয়। পাশাপাশি মেয়েদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালীকে সহজ ও সাবলীল করার জন্য রয়েছে রান্না ও গৃহপরিচর্যা। অরিয়েন্টেশন এন্ড মোবিলিটি নাচ, গান নানান বিষয় শেখানোর ব্যবস্থা। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলের ভিতরেই পড়ানো হয়। এরপর তাদেরকে পাঠানো হয় বাইরের স্কুলে। সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় ছাত্রীরা সেখানে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেশে, লেখাপড়া শেখে। তবে তাদের বইখাতা সরবরাহ করতে হয় প্রতিষ্ঠানকেই। স্কুলের নিজস্ব ছাপাখানায় ব্রেইল মেশিনের মাধ্যমে বইখাতা ছাপানো হয়। ব্রেইলে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১২ জন শিক্ষিকা সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত থেকে এসব বই অনুবাদ করছেন।

স্কুলের বড়ো দির সঙ্গে কথা বলে জানা গেলো, অন্ধ মেয়েরা সাধারণত একটু বেশি বয়সেই স্কুলে আসে। তাদের বুদ্ধির বিকাশও ঘটে একটু দেরিতে। তবে কেউ কেউ কিন্তু পড়াশোনার প্রতি বেশি আগ্রহী থাকে। একনিষ্ঠ এবং মেধাবী

আনন্দ প্রাঙ্গণ

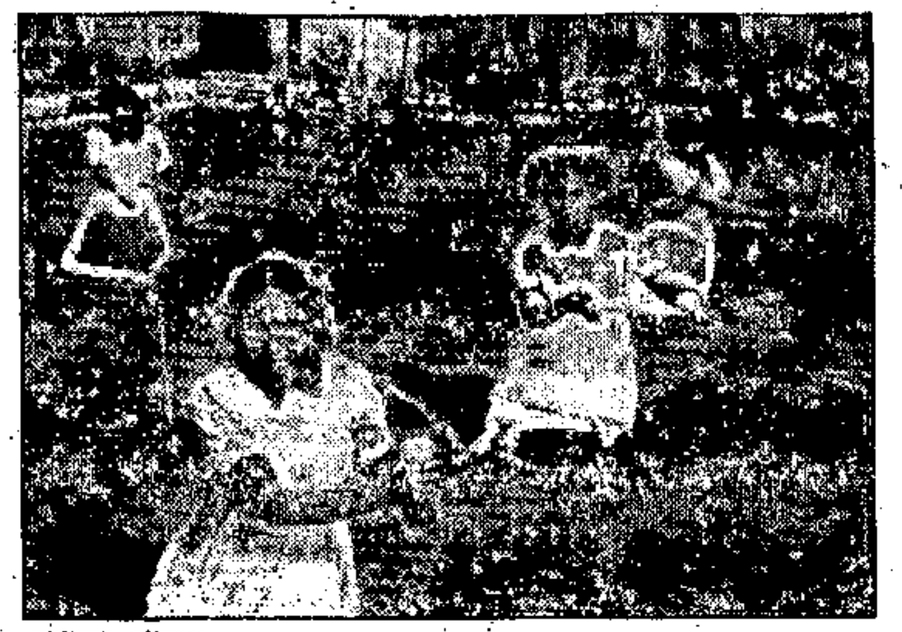

এসব ছাত্রীর জন্য এসএসসির পর কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার ব্যাপারেও উদ্যোগ নেয় স্কুল। এসএসসির পর মেধাবী ছাত্রীদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থাও করে। ব্যাপ্টিস্ট সংঘ অন্ধ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী শিরিন ঢাকা বোর্ড থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পাস করে বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করছে, গর্বিত সুরে বললেন বড় দি—এ রকম আরো কয়েকজন ছাত্রী রয়েছে আমাদের। যারা দৃষ্টিহীন হয়েও অনার্স এবং পাসকোর্সের নিয়মিত ছাত্রী।'

গত ২০ বছর ধরে এ প্রতিষ্ঠানটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী মেয়েদের উন্নয়নেরও জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। স্কুলের জন্মলগ্ন থেকেই সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি আরো যেসব সেবা প্রদান করা হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে— বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, আবাসিক সুবিধা, বিনোদন ও সংস্কৃতি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কার্পেট তৈরির কারখানা, মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র ও সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা প্রকল্প। বিনোদন ও সংস্কৃতির নিয়মিত চর্চার ফলে ছাত্রীরা গার্লস গাইড, ইয়েলো বার্ড ও শিশু একাডেমীর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, তারা পুরস্কারও অর্জন করছে। স্কুলের জন্য বয়ে আনছে সুনাম ও গৌরব। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত এই সংস্থটির মতো বাংলাদেশের আর কোথাও এমন আর একটিও সংগঠন নেই। স্কুলের বড়োদি মঞ্জু সমাদ্দার দুঃখ করে বললেন, আমাদের দেশে এমনকি কেউ নেই যিনি বা যারা এ ধরনের একটি উদ্যোগ নিয়ে অন্ধদের আলো দিতে এগিয়ে আসবেন? এতে অন্ধ মেয়েরা সমাজের বোঝা না হয়ে বরং কল্যাণ আর উন্নয়নের হাত হতে পারবে।